এই সময়
সংবাদপত্র
Text View Image View Comments Email Print

দশক পেরিয়ে প্রশ্ন ধনঞ্জয়ের ফাঁসি ঘিরে

রাজেন্দ্রনাথ বাগ

ফাঁসির আগে তৎকালীন কারাকর্তার কাছে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের শেষ আর্জি ছিল, 'আপনি বড় অফিসার। দেখবেন, যে কোনও অভিযোগের তদন্ত যেন ঠিকঠাক হয়।'

ধনঞ্জয় স্বল্পশিক্ষিত। এক দশক আগে তিনি যে কথাটা বলেছিলেন, আজ অনেকটা সেই সুরেই বলছেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আইএসআই) ফলিত রাশিবিজ্ঞান বিভাগের এক দল অধ্যাপক। মামলার কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে, সাক্ষীদের বয়ান এবং কলকাতা পুলিশের তরফে বিচার-পর্বে পেশ করা মেটিরিয়াল এভিডেন্স বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক দেবাশিস সেনগুপ্ত, প্রবাল চৌধুরীরা দেখিয়েছেন, ধনঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করার মতো সংশয়াতীত কোনও প্রমাণই হাজির করা যায়নি আদালতে। বরং হেতাল পারেখ হত্যার পিছনে 'অনার কিলিং'-এর ইঙ্গিতই দিচ্ছে তাঁদের গবেষণা।

টু এর্ ইজ হিউম্যান। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। বিচারক, বিচারপতিরাও মানুষ। ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছনো তাঁদের পক্ষেও অসম্ভব নয়। তেমন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন যদি হয় চরিত্রগত ভাবেই 'অপরিবর্তনীয়', ন্যায়বিচারের ধারণা কি ধূলিসাৎ হয় না? ধনঞ্জয়ের বহুচর্চিত মৃত্যুদণ্ডের পুনর্বিশ্লেষণ উস্কে দিচ্ছে এমন মৌলিক প্রশ্নই।

মৃত্যুদণ্ড পুনর্বিশ্লেষণের প্রাতিষ্ঠানিক রীতি তৈরি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বেশ কয়েকটি দেশে। মৃতকে ফেরানো না-গেলেও বেকসুর ঘোষণায় সম্মান ফেরানোর ব্যবস্থা গড়ে উঠছে সেখানে। নানা বিষয়ে গবেষণায় এ দেশের অন্যতম পথিকৃৎ-প্রতিষ্ঠান আইএসআইয়ের একদল শিক্ষকের গবেষণা সে পথেই এক দৃঢ় পদক্ষেপ। 'অপরিবর্তনীয়' মৃত্যুদণ্ডের অপরিণামদর্শিতাকেই কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন তাঁরা।

২০০৪-এর স্বাধীনতা দিবসে কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত একাধিক প্রভাতি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শীর্ষ-সংবাদটি ছিল অভিন্ন। মহানগরের অষ্টাদশী এক ছাত্রী হেতাল পারেখকে খুন ও ধর্ষণে অভিযুক্ত ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি হয়েছিল তার আগের দিন ভোরে। এই দণ্ডাদেশ ঘিরে বিতর্ক চলেছে অবশ্য তারও বেশ কিছু দিন আগে থেকেই। ১৯৯০-এর ৫ মার্চ পদ্মপুকুর এলাকার এক অ্যাপার্টমেন্টের তিন তলার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল ২১টি গুরুতর আঘাতের চিহ্ন-সহ হেতালের রক্তাক্ত লাশ। ঘটনার পরের কয়েক দিন জুড়েও মিডিয়ায় চলেছিল তুমুল চর্চা। দু'মাস পর, ১২ মে বাঁকুড়ার কুলুডিহি গ্রামের বাড়ি থেকে অভিযুক্ত ধনঞ্জয়ের গ্রেপ্তারি ফের তরঙ্গ তুলেছিল। তার পর সময়ের সঙ্গেই থিতিয়ে গিয়েছিল চর্চা-আলোচনা। চোদ্দো বছর পর ধনঞ্জয়ের ফাঁসির দিন ঘোষণা হতেই বিতর্ক পৌঁছয় অন্য মাত্রায়। মৃত্যুদণ্ডের বৈধতা নিয়ে জন-পরিসরে যুক্তি, পাল্টা যুক্তির অভূতপূর্ব বিস্ফোরণের সাক্ষী হয়েছিল এই দেশ। সুপ্রিম কোর্ট এবং রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালের কাছে ক্ষমাভিক্ষার শেষ চেষ্টায় ফাঁসির দিন এক দফা পিছিয়েও যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিম্ন আদালতের মৃত্যুদণ্ডের আদেশই বহাল থাকে। ২০০৪-এর ১৪ অগস্ট কাকভোরে আলিপুর জেলে ফাঁসি হয়ে যায় বছর চল্লিশের ধনঞ্জয়ের।

বিচার-পর্বে আগাগোড়া নিজেকে নির্দোষি দাবি করা প্রত্যন্ত গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত যুবক, পেশায় নিরাপত্তাকর্মী ধনঞ্জয়ের শেষ-বার্তা ফৌজদারি বিচার-ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রেখে গিয়েছিল। হেতাল হত্যায় আদালতের রায় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইএসআই-এর গবেষকরাও। তাঁদের চোখে ধনঞ্জয় দোষী নন, তাঁদের ইঙ্গিত বরং অনার কিলিংয়ের দিকে। বহুচর্চিত মামলা আরুষি হত্যাকাণ্ডের মতোই। শনিবার আইএসআইয়ে প্রাক্তন পুলিশকর্তা, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ, শিক্ষার্থী-সহ নানা পেশার মানুষজনের উপস্থিতিতে এক আলোচনায় নিজেদের চর্চালব্ধ যুক্তি-তথ্য উপস্থাপন করেন দুই অধ্যাপক দেবাশিস সেনগুপ্ত এবং প্রবাল চৌধুরী।

▶ এর পর পাঁচের (এই শহর) পাতায়

এই সময়
সংবাদপত্র
Text View Image View Comments Email Print

প্রশ্ন ধনঞ্জয়ের ফাঁসিতে

▶ প্রথম পাতার পর

পুলিশের দাবি ছিল, অ্যাপার্টমেন্টের লিফটম্যান খুনের আগে ধনঞ্জয়কে তিন তলায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। আদালতে কিন্তু সেই লিফটম্যানই জানান, তেমন কিছুই তিনি করেননি। জানেন না। এমন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে 'বিগড়ে যাওয়া' (হোস্টাইল) ঘোষণা করতে বাধ্য হয় সরকারপক্ষ। তিনি ডাকায় তিন তলার ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে ঝুঁকে ধনঞ্জয় জবাব দিয়েছিলেন, অন্য এক নিরাপত্তারক্ষীর এমন দাবিও হালে পানি পায় না ওই বাড়ির বিল্ডিং প্ল্যানের দিকে নজর ফেরালেই। কারণ বারন্দাটাই যে আগাগোড়া গ্রিল দিয়ে ঘেরা! রক্তে ভেসে যাচ্ছিল হেতালের দেহ, অথচ কোনও সাক্ষীই ধনঞ্জয়ের পোশাকে দাগ দেখেছেন, এমন দাবি করতে পারেননি। পারেখ পরিবারের দাবি মতো খোওয়া যাওয়া হাতঘড়ির বিলের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ঘড়ির নম্বর মিলিয়ে পর্যন্ত দেখা হয়নি। অকুস্থলে উদ্ধার হওয়া গলার হার ধনঞ্জয়ের বলে দাবি করা হলেও অ্যাপার্টমেন্টেরই এক পরিচারক দাবি করেন, সেটি তাঁর। সর্বোপরি হেতালের গোপনাঙ্গে শুক্রাণুর নমুনা মিললেও তা ধনঞ্জয়েরই কি না, ডিএনএ পরীক্ষায় মিলিয়ে দেখা হয়নি।

পুলিশের দাবি মতো ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া প্যান্ট-শার্ট, হাতঘড়ির সিজার লিস্টে নিরপেক্ষ কোনও সাক্ষীর সই ছিল না। থানায় চা-সরবরাহকারী আর এক দোকানদার ছাড়া আর কাউকেই নাকি পায়নি পুলিশ! সেই দোকানদার আবার আদালতে সাক্ষ্য দিতেও আসেননি। হেতালকে ধনঞ্জয় উত্যক্ত করতেন, পারেখ পরিবারের দাবির সমর্থনে নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের এজেন্সিকে লেখা ওই কিশোরীর বাবার চিঠির ভাষা ও শব্দবিন্যাসে ঘটনার পরে সাবুদ তৈরি করতেই তা লেখানো কি না, উঠেছে তেমন প্রশ্নও। পুলিশের দাবি, ৫ মার্চ বিকেল ৫টা ২০ থেকে ৫টা ৫০-এর মধ্যে হেতালের মায়ের অনুপস্থিতিতে ধর্ষণ-খুন-চুরির ঘটনা ঘটে। আধ ঘণ্টায় ঘটনার এ হেন ঘনঘটা, ২১টি এলোপাথাড়ি আঘাত অসম্ভব বলেই দাবি আইএসআইয়ের গবেষকেদের। রক্তে ভেসেছে দেহ, অথচ অস্ত্রই উদ্ধার হয়নি!

পুলিশের দাবি মতো ধনঞ্জয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া প্যান্ট-শার্ট, হাতঘড়ির সিজার লিস্টে নিরপেক্ষ কোনও সাক্ষীর সই ছিল না। থানায় চা-সরবরাহকারী আর এক দোকানদার ছাড়া আর কাউকেই নাকি পায়নি পুলিশ! সেই দোকানদার আবার আদালতে সাক্ষ্য দিতেও আসেননি।

এত খামতি, তবু কী ভাবে মঞ্জুর হয়ে গেল মৃত্যুদণ্ড? দেবাশিসবাবুদের বক্তব্য, ঘটনার দিন থেকেই পুলিশের বড়কর্তারা প্রভাবশালী পারেখ পরিবারের বক্তব্যে সিলমোহর দেওয়া শুরু করেন। ধনঞ্জয়কে শূলে চড়ানোই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পূর্ব-নির্দিষ্ট ছক মেলানোর তাগিদই হয়ে ওঠে তদন্তের চালিকাশক্তি। অর্থ ও লোকবলে হীন ধনঞ্জয়ের পরিবার নিম্ন আদালতে তেমন শক্তপোক্ত আইনজীবী নিয়োগও করতে পারেননি। যে-সব স্বাভাবিক প্রশ্ন পাল্টা জেরায় তোলার কথা, তেমন কিছুই করা হয়নি। অসম লড়াইয়ে হার মানতে হয় অভিযুক্তকে। আপিলও এগিয়েছে নিম্ন আদালতের ছন্দেই। ফল যা হওয়ার তাই!

কিন্তু খুন নিয়ে তো প্রশ্ন নেই? প্রবালবাবুদের জবাব, হেতালের পরিবার, বিশেষত, তার মায়ের আচরণ, অন্য সদস্যদের বক্তব্যের অসঙ্গতি, বাগরি মার্কেটে অলঙ্কার-ব্যবসা তুলে ছ'মাসের মধ্যে শহর ছেড়ে যাওয়া—ইঙ্গিত করছে অনার কিলিংয়েরই।

বিচার-বিভ্রাটে যে ঘটনার পরিণতিতে ঘটে যায় আর একটি হত্যাকাণ্ড। জুডিসিয়াল কিলিং। ফের প্রশ্নের মুখে মৃত্যুদণ্ডই।